JUN. 13 2002

দৈনিক ইনকিলাব

পৃঃ ১৩ কলাম ৭

সাবেক সরকার রংপুর অঞ্চলে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে

হালিম আনছারী ॥ সাবেক আওয়ামী লীগ সরকার আমলে একের পর এক নীতি বহির্ভূত পদোন্নতি এবং হয়রানিমূলক বদলীর কারণে দেশের উত্তর জনপদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসহ বিভিন্ন সরকারী কলেজগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। জানা গেছে, বিগত আওয়ামী সরকার সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে এ অঞ্চলের সরকারী কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতি ও বদলীর ক্ষেত্রে ব্যাপক দলীয়করণ ও আত্মীয়করণের আশ্রয় নিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। তারা এ অঞ্চলের সরকারী কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার তোয়াক্কা না করে নিজেদের খেয়াল খুশি মত জুনিয়র শিক্ষকদের পদোন্নতি দিয়ে বিভিন্ন কলেজে বদলপূর্বক নিয়োগ দেন। ফলে ঐ সকল কলেজে কর্মরত সিনিয়র শিক্ষকরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন এবং তারা জুনিয়র শিক্ষকদের সাথে কাজ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই বিব্রতকর অবস্থায় পড়ছেন। ফলে ঐসকল শিক্ষক পাঠদান উৎসাহ হারিয়ে ফেলায় কলেজগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে মারাত্মকভাবে। সরকারী কলেজসমূহের দায়িত্বশীল একটি সূত্রে জানা গেছে, আওয়ামী লীগ সরকার তার আমলে আওয়ামী মনোভাবাসম্পন্ন জুনিয়র শিক্ষকদের একের পর নীতিবহির্ভূতভাবে পদোন্নতিসহ সুবিধেমত বড় বড় কলেজগুলোতে বদলী করেন। অনেক শিক্ষক যারা শিক্ষকতা জীবনে কোনদিনই অনার্সে ক্লাস নেননি, তাদেরকে ডিগ্রী কলেজ থেকে আকস্মিকভাবে বদলী করে অনার্স কোর্স সম্পন্ন বড় বড় কলেজগুলোতে নিয়োগ দেন। পক্ষান্তরে আওয়ামী ঘরানার নন, এমন শিক্ষকদের অনার্স কোর্স সম্পন্ন বড় বড় কলেজগুলো থেকে বদলী করে ডিগ্রী কলেজগুলোতে নিয়োগ দেন। ফলে ডিগ্রী কলেজ থেকে বদলী হয়ে এসে আকস্মিকভাবেই অনার্স ক্লাস নিতে গিয়ে ঐসকল শিক্ষক যেমন হিমশিম খাচ্ছেন, তেমনি অনার্স ক্লাস ছেড়ে ডিগ্রী কলেজ গিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ক্লাশ নিতে গিয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সিনিয়র শিক্ষকরাও অস্থিরতায় ভুগছেন। এ অবস্থায় কোন কোনভাবেই শিক্ষকদের সঠিক পাঠদান সম্ভব হচ্ছে না। যার প্রভাবে এ অঞ্চলের সরকারী কলেজগুলোতে শিক্ষা ব্যবস্থায় এক প্রকার ধ্বস নেমেছে। সূত্র আরও জানায়, নীতিবহির্ভূতভাবে একের পর এক পদোন্নতি ও বদলীর কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্র সমতুল্য জুনিয়র শিক্ষকই বিভাগীয় প্রধান এবং শিক্ষক সমতুল্য সিনিয়র শিক্ষক তার অধীনে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত থেকে কোন রকমে চাকরি টিকিয়ে রেখেছেন। সূত্র আরও জানায়, বিগত সরকার আমলে এ অঞ্চলের বিভিন্ন সরকারী কলেজ থেকে শুধুমাত্র ইংরেজী বিভাগের প্রায় ২৬ জন সহযোগী অধ্যাপককে পদোন্নতি দেয়া হলেও অধিকাংশদের ক্ষেত্রেই সিনিয়রটি ভঙ্গ করে জুনিয়রদের পদোন্নতি দেয়া হয়। এরকমই আওয়ামী ঘরানার মন্মথ নাথ সরকার নামের একজন জুনিয়র শিক্ষক যিনি ১৯৭৯ সালে চাকরিতে যোগদান করেন এবং জ্যেষ্ঠতার তালিকায় ১৩৮০ ক্রমিক নম্বরে যার স্থান, তাকে নীলফামারী সরকারী কলেজ থেকে বদলী করে পদোন্নতিসহ সরকারী কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি এখন সেখানে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগের ভিত্তিতে জানা গেছে, উক্ত মন্মথ নাথ সরকারের অনার্স ক্লাশে পাঠ দানের অভিজ্ঞতা না থাকায় তিনি কারমাইকেলে অনার্স ক্লাশে (বিশেষ করে অনার্স ক্লাশের সিলেবাস জানা না থাকায়) সুষ্ঠুভাবে পাঠদান করতে পারছেন না। তারা বিষয়টি নিয়ে ইতিপূর্বে কলেজ অধ্যক্ষ বরাবরে অভিযোগ পত্রও দাখিল করেছে। কলেজের অপর একটি সূত্রে জানা গেছে, মন্মথ নাথ সরকারকে পদোন্নতি প্রদানকালে নজিরবিহীনভাবে সিনিয়রিটি ভঙ্গ করা হয়। শুধুমাত্র আওয়ামী মনোভাবসম্পন্ন না হওয়ায় অনেক সিনিয়র শিক্ষক জ্যেষ্ঠতার তালিকায় যাদের ৪৯৪, ৪৯৭, ৪৯৮, ৫৭৬, ৫৭৮, ৮৬৯, ৮৮৫, ৯০০ ক্রমিক নম্বরে স্থান, তাদের পদোন্নতি না দিয়ে অনেক জুনিয়র শিক্ষকদের পদোন্নতি দেয়া হয়। পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ঐসকল শিক্ষকদের কয়েকজনকে পদোন্নতি দেয়া হলেও তারা তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী ভালো কলেজগুলোতে যাবার সুযোগ পাননি।